যায়যায়দিন

তারিখ 20 AUG 2009
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১

ঝুলে আছে বরিশাল-বিশ্ববিদ্যালয় প্রকল্প

দক্ষিণাঞ্চলবাসীর প্রাণের দাবি পূরণ করুন

বাংলাদেশে বিভাগীয় শহর ছয়টি। ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল ও সিলেট। শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও সরকারের জন্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হলো- বাংলাদেশের ছয়টি বিভাগীয় শহরের পাঁচটিতেই পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় আছে। শুধু যে বিভাগটিতে স্বাধীনতার পর কোনো সরকারই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আগ্রহ দেখায়নি; সে অবহেলিত বিভাগটির নাম বরিশাল। আশ্চর্যের বিষয়, ময়মনসিংহ, কুমিল্লার মতো জেলা শহরেও যেখানে বিশ্ববিদ্যালয় আছে সেখানে বরিশাল বিভাগীয় শহরে বিশ্ববিদ্যালয় না থাকাটা বিমাতাসুলভ আচরণ ছাড়া আর কিছুই নয়। বরিশালের প্রতি বৈমাত্রেয় আচরণ করেছে আওয়ামী লীগ, বিএনপি, জাতীয় পার্টির সরকারসহ সব সরকার। অথচ ইতিপূর্বের সব সরকারই বরিশালবাসীকে বরিশালে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আশ্বাস দিয়ে ভোট আদায় করেছে, সরকার গঠন করেছে এবং শাসন কাজ পরিচালনা করেছে। ক্ষমতায় গিয়ে বরিশালের কথা, বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা বেমালুম ভুলে গেছে। বলা যায়, তারা এক ধরনের প্রতারণা করেছে শিক্ষার হাবে এগিয়ে থাকা দক্ষিণাঞ্চলের প্রায় দুই কোটি মানুষের সঙ্গে। নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে বৃহত্তর বরিশালের জনপ্রতিনিধিরা বরিশালে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করে দক্ষিণাঞ্চলবাসীর কাছে ভোট চেয়েছে। যে দলটির পক্ষে বরিশালে বিশ্ববিদ্যালয় করা সম্ভব, মানুষ সে দলটিকে ভোট দিয়েছে, ক্ষমতায় পাঠিয়েছে কিন্তু দুঃখের বিষয় বর্তমানে সরকারের মেয়াদ আট মাস অতিবাহিত হয়ে গেলেও সরকারের কোনো মন্ত্রী-এমপির মুখ থেকে বরিশালে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে কোনো সাড়া শব্দ পাওয়া যায়নি। ভবিষ্যতেও যে পাওয়া যাবে তার কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না।

কতো সরকার কতো কিছুই না করলো বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার নামে। কেউ বরিশালে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার বৈঠকে সিদ্ধান্ত নিল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার, কেউ বিএম কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয় করার আগ্রহ দেখালো, কেউ প্রকল্পটিকে জাতীয় অর্থনির্বাহী কমিটি একনেকে পাঠালো, একনেক অনুমোদনও দিল, প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ হলো, অর্থ বরাদ্দ হলো, জমি অধিগ্রহণ হলো, সে জমি নিয়ে আবার আপত্তিও উঠলো- কেউ ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করলো, কেউ ইউজিসিকে (ইউনিভার্সিটি গ্র্যান্ট কমিশন) বাদ দিয়ে নতুন কমিটি করলো, কেউ বরিশাল জিলা স্কুল ক্যাম্পাসের একটি অংশে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক কাজ শুরুর নির্দেশ দিল এবং নির্দেশ মোতাবেক একজন ডিসি নিয়োগের বিজ্ঞপ্তিও প্রচার করলো ইউজিসি। কিন্তু সবই খাড়া বড়ি খোড়, খোড় বড়ি খাড়া। প্রতিশ্রুতির বন্যায় বরিশাল প্লাবিত হয়েছে ঠিকই কিন্তু সে প্লাবনভূমিতে বিশ্ববিদ্যালয় মাথা তুলে দাঁড়ায়নি।

বর্তমান সরকার শিক্ষার উন্নয়নে অন্তপ্রাণ। ততোধিক অন্তপ্রাণ শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। এই অন্তপ্রাণ সরকার ও শিক্ষামন্ত্রীর মুখ থেকেও গত আট মাসে দক্ষিণাঞ্চলবাসী বরিশালে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কথা শোনেনি। বরিশালবাসী আশঙ্কা করছেন, এবারো হয়তো সরকারের শেষ সময়ে প্রধানমন্ত্রী বরিশাল সফরে যাবেন, হয়তো- বিভাগীয় শহরে মন্ত্রী পরিষদের একটি বৈঠকও করবেন, বরিশালের জনপ্রতিনিধিদের পাশে নিয়ে ডেফুলিয়া অথবা কাশীপুরে একটি ভিত্তিপ্রস্তরও স্থাপন করবেন। তারপর আবার নেমে আসবে নিস্তব্ধতা।

বরিশালবাসী যা আশঙ্কা করছেন আমরা চাই তা মিথ্যা হোক। আমরা চাই শিক্ষামন্ত্রী ও ইউনিভার্সিটি গ্র্যান্ট কমিশনের সদস্যদের নিয়ে প্রধানমন্ত্রী বরিশাল সফর করুক এবং সেখানে একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করুক। দক্ষিণাঞ্চলবাসীর প্রাণের দাবি পূরণ করুক। বিগত সরকারগুলো যা পারেনি তা বর্তমান সরকার করে দেখিয়ে দক্ষিণাঞ্চলবাসীর মনে স্থায়ী আসন করে নিক।

আমরা চাই শিক্ষামন্ত্রী ও ইউনিভার্সিটি গ্র্যান্ট কমিশনের সদস্যদের নিয়ে প্রধানমন্ত্রী বরিশাল সফর করুক এবং সেখানে একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করুক। দক্ষিণাঞ্চলবাসীর প্রাণের দাবি পূরণ করুক। বিগত সরকারগুলো যা পারেনি তা বর্তমান সরকার করে দেখিয়ে দক্ষিণাঞ্চলবাসীর মনে স্থায়ী আসন করে নিক।